FEB. 4 2001

তারিখ ...... পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

১০ ফেব্রুয়ারি ভোটগ্রহণ □ তিনটি প্যানেল

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট নির্বাচন নিয়ে শিক্ষক রাজনীতি জমজমাট

শাহাবউদ্দিন নীপু, চ.বি. থেকে : সিনেট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতি এখন জমজমাট। আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় সিনেটের শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনে তিনটি প্যানেল এবং একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। তিনটি প্যানেল জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী এবং এ লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে দল হিসেবে পরিচিত গোলাপী দল এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী জামাত ও বিএনপি সমর্থিত সাদা দল উভয়ে ৩৩ জন করে দুটি প্যানেল জমা দিয়েছে। গোলাপী দলের অপর একটি অংশ নিজেদের বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত আদর্শধারী হিসেবে দাবি করে ৯ সদস্যের পৃথক একটি প্যানেল জমা দিয়েছে। অপরদিকে, সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. এ এফ ইমাম আলি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সিনেটের পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। গত মঙ্গলবার ছিল মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিন।

প্রায় ১৫ বছর পর অনুষ্ঠেয় সিনেটের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতি এখন তুঙ্গে। তিনটি প্যানেলের প্রার্থীরা বিভিন্ন বিভাগে ঘুরে ঘুরে সতীর্থ শিক্ষকদের ভোট প্রার্থনা করছেন। শিক্ষক লাউঞ্জ, ক্লাব, প্রক্টর অফিস, চায়ের স্টল, শিক্ষকদের কক্ষ সর্বত্র নির্বাচন নিয়ে আলোচনা চলছে।

প্রসঙ্গত ১৯৮৬ সালের ২ এপ্রিল সিনেটের সর্বশেষ শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এদিকে গোলাপী দলের 'বিদ্রোহী' ৯ সদস্যের প্যানেলের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের বিষয় নিয়ে দলের স্টিয়ারিং কমিটি সম্প্রতি বৈঠক করেছে। কিন্তু এই ৯ সদস্যের কেউই তাদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করবেন না বলে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে। সূত্র জানায়, গোলাপী দলের স্টিয়ারিং কমিটির সমর্থন নিয়ে এই ৯ সদস্যের প্যানেল জমা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া স্টিয়ারিং কমিটির ১৫ সদস্যের মধ্যে ১৩ জনই এ নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন মূল প্যানেলে।

সূত্রমতে, গোলাপী দলে এখন দুটো ধারা। এদের মধ্যে গোলাপী দলের মূল প্যানেলে ৯ সদস্যের একটি 'সুবিধাবাদী গ্রুপ' রয়েছে এবং এরা দলের নাম ভাঙিয়ে জামাত ও বিএনপি তোষণ করেন। এই ৯ সদস্যের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য বিদ্রোহী ৯ সদস্যের প্যানেলটি জমা দেওয়া হয়েছে।

সূত্র জানায়, সাদা প্যানেলে এবার কট্টর জামাত ও কট্টর বিএনপিপন্থীরা প্রাধান্য পেয়েছেন। অপরদিকে অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল এবং নবীনদের প্রাধান্য কম থাকায় সাদা দলের এই অংশটি হতাশ।

আগামী ৭ ও ৯ ফেব্রুয়ারি এ নির্বাচনের অগ্রিম ভোট গৃহীত হবে। ৪০৮ জন শিক্ষক এ নির্বাচনে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন।